

Close (or press ESC to

ঢাকা শুব্বার, ৩০ পৌষ ১৪১৮, ১৮ সফর

হোম প্রথম পাতা খেলাধুলা দেশ বিদেশ শিল্প-বাণিজ্য লেখাপড়া শেষের পাতা সম্পাদকীয় উপ-সম্পাদকীয় চিঠিপত্র বিনোদন দূরে কোথাও তথ্য প্রযুক্তি

SHARE

রেটিং:

নিউজ রেটিং:

একান্ত সামফ্রিকারে মোস্তাফিজুর রহমান

এ বছর বৈশ্বিক পরিস্থিতি অনুকূল থাকবে না



সুশাসন, জবাবদিহিতা এবং দক্ষতা অর্জন করতে পারলে ১৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করা কঠিন নয়। অর্থনীতির সেই শক্তি রয়েছে। ভারতের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় ও আঞ্চলিক সহযোগিতায় বাংলাদেশের সামনে বিরাট বাজার সুবিধা উন্মুক্ত হতে পারে। একে কাজে লাগাতে হবে। বিগত বছরের সামষ্টিক অর্থনীতির অস্থিরতাগুলোও নিয়ন্ত্রণে আসার সম্ভাবনা রয়েছে প্রচুর। ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, সম্প্রতি সমাপ্ত ডব্লিউডিটিও'র বৈঠক, আঞ্চলিক সহযোগিতাসহ দেশের সামগ্রিক অর্থনীতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)-এর নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক ড. মোস্তাফিজুর রহমান। সংবাদ-এর পক্ষ থেকে সামফ্রিকারেটি নিয়েছেন হারাধন গাঙ্গুলী।

সংবাদ : সামষ্টিক অর্থনীতির ফান্ডামেন্টালসুলোর অস্থিরতার মধ্য দিয়ে গত বছরটি আমরা পার করলাম। সেই অস্থিরতাগুলো অর্থনীতিতে এখনো বিরাজমান। মুদ্রাস্ফীতির ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা, ডলারের ক্রমাগত তেজিভাব, টাকার অবমূল্যায়ন, ব্যাংকের তারল্য সংকট, রিজার্ভে চাপ এবং নেতিবাচক বৈদেশিক দায় পরিশোধ। এই পটভূমিতে ২০১২-এর অর্থনীতিকে কীভাবে দেখবেন এবং বিশেষ করে দারিদ্র্য বিমোচনমুখী প্রবৃদ্ধি অর্জনে বিনিয়োগে আপনার কোন বিকল্প ভাবনা আছে কি?

মোস্তাফিজুর রহমান : এটি ঠিক গত বছরের শেষের দিকে আমাদের অর্থনীতি বেশ কিছু ঝুঁকির মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। এর মধ্যে মূল্যস্ফীতির কথা বলতে হয়। সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার ওপর এই মূল্যস্ফীতি নেতিবাচক প্রভাব রেখেছে। সেটি আবার ব্যাংকের সুদের হারের ওপরও একটা ঊর্ধ্বমুখী চাপ সৃষ্টি করেছে। এর কারণে আমরা পরবর্তীতে দেখছি ল্যান্ডিং রেটের ওপর ১৩ শতাংশ সুদের হারের যে ঊর্ধ্বমুখী একটা সিলিং ছিল সেটিও তুলে দিতে হয়েছে। কারণ যারা ব্যাংকে টাকা সঞ্চয় করে রেখেছিল তাদের বেশি হারে সুদ দিতে হচ্ছিল। এই মূল্যস্ফীতির কারণে প্রকৃত সুদের হার বজায় রাখার জন্য এটি বিনিয়োগের ওপর নেতিবাচক প্রভাব রেখেছিল। সরকার ব্যাংকিং নন-ব্যাংকিং খাত থেকে অনেক ঋণ করেছে। বেসরকারি খাতের জন্য ব্যাংকিং খাতের ঋণে বিনিয়োগের যে প্রাপ্যতা তার ওপরও নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। আমরা এটিও দেখছি বাণিজ্যিক খাতের ভারসাম্যে নেতিবাচক পার্থক্য বেড়ে গিয়েছে। যদিও বাণিজ্য ভারসাম্যে পার্থক্য সব সময়ই ছিল। কিন্তু গত বছরে এটি আরও বেড়ে যায়। রেমিটেন্স এবং রপ্তানি আয়ের কারণে কারেন্ট অ্যাকাউন্টে সব সময়ই আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার আয় ইতিবাচক ছিল। সময়ই আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার আয় ইতিবাচক ছিল। গত বছরে সেটিও নেতিবাচক হয়ে পড়ে। যে কারণে ডলারের জোগান চাহিদার তুলনায় কম যায়। এ কারণেও টাকার অবমূল্যায়ন ঘটে এবং আমদানিকৃত মূল্যস্ফীতিকে উদ্ভেদে দেয়। এসবের বিচারে বর্তমান বছরটি কেমন যাবে সেটি যদি আগাম কিছুটা বিশ্লেষণ করতে চাই, তাহলে বলব বৈশ্বিক পরিস্থিতি খুব একটা অনুকূল থাকবে বলে মনে হয় না এ বছর। ইউরো জোনের বিভিন্ন দেশগুলোতে বিশেষ করে মূল দেশগুলোতে যেমন জার্মানি, ফ্রান্স এবং ব্রিটেনের অর্থনীতিতেও এর প্রভাব পড়েছে। সেদিক থেকে বৈশ্বিক পরিস্থিতি অনুকূল থাকবে না। মূলত অভ্যন্তরীণ শক্তির ওপরই আমাদের বড় ধরনের নির্ভর করতে হবে। আমাদের রপ্তানির শতকরা সাড়ে ১৫ ভাগ বৃদ্ধির যে প্রাক্কলন করা হয়েছে, বর্তমান অর্থবছরের জন্য সেটি আমরা অর্জন করতে পারব। রেমিটেন্সের যে প্রাক্কলন রয়েছে শতকরা ৯ ভাগ, আমার মনে হয় সেটিও আমরা অর্জন করতে পারব। জিডিপির প্রবৃদ্ধি এ বছরের জন্য ধরা হয়েছে ৭ শতাংশ। সেখানে সাড়ে ৬ থেকে ৭ শতাংশ অর্জন করা সম্ভব হবে। কিন্তু উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে সমস্যাটা হলো কটনগত।

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী সংখ্যা :

এই সংখ্যার সকল শিরে

Dhaka, Bangladesh!

Get the 10 day forecast

[Airport Delays](#)
[Sporting Events](#)
[Pollen Reports](#)

1

Feels Like: 1
Humidity: 68
Wind: calm
Enter city/zip

[5 Car Repairs Y.](#)

সর্বাধিক পঠিত সর্বাধিক রেটিং মতামত

- মহিলা কনস্টেবলের গ্লীলতাহানির চেষ্টা : ১
- রাজধানীতে : পুলিশের ওপর জামায়াত শি
- অবশেষে রেল মন্ত্রণালয় : প্রধানমন্ত্রীকে ধ
- জিএসপি সুবিধা বাতিলের হুমকি যুক্তরাষ্ট্রে
- শ্রীপুরে ইউএনওকে স্যার সম্বোধন না করা
- এ বছর বৈশ্বিক পরিস্থিতি অনুকূল থাকবে
- পাকিস্তানে উত্তেজনা : শীর্ষ কমান্ডারদের ৫
- চট্টগ্রামে চারতলা ভবনে আগুন : স্বাস্থ্য
- সড়ক-মহাসড়ক দুর্ঘটনা : দুর্ঘটনাপ্রবণ ২১
- নিয়ন্ত্রক যন্ত্র বসানো হচ্ছে
- ইরানি পরমাণু বিজ্ঞানী নিহতের ঘটনায় ১

এই সংখ্যার পাঠক

৫:

পুরোনো সংখ্যা

জানুয়ারী

| শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ |
|-----|-----|-----|-------|-----|
| | ০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ |
| ০৭ | ০৮ | ০৯ | ১০ | ১১ |
| ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ |

আপনি দারিদ্রের কথা বলেছেন _ সেখানে কটনগত সময়ের সৃষ্টি হবে | সেখানে কৃষি খাতের উন্নয়নের ওপর আমাদের জোর দিতে হবে | তাহলে কটনগত সময় অর্নকংশে দূর হবে অর্থনীতিতে | এছাড়া সামাজিক সুক্কার যেসব কর্মসূচি সরকারের রয়েছে, তার গভীরতা ও পরিধিও বাড়াতে হবে কটনের দিকটি সামাল দেয়ার জন্য | বিশেষ করে মূল্যস্ফীতি সামাল দেয়ার জন্য |

আগেই বলেছি, প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রার কাছাকাছি আমরা অর্নন করতে সক্ষম হবে | কিন্তু মূল্যস্ফীতির কারণে প্রবৃদ্ধির গুণগত দিকটির ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে | সে কারণেই সরকারের সামাজিক নিরাপত্তার যেসব কর্মসূচি রয়েছে এক অন্য যেসব উদ্যোগ রয়েছে সেগুলোকে বিবেচনা নিয়ে আরও শক্তিশালী করার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে |

সংবাদ : আপনি বলেছেন, রেমিটেন্স ও রপ্তানি আয়ের লক্ষ্যমাত্রায় আমরা পৌঁছতে পারব | প্রশ্ন হচ্ছে সেই আয় কি টাকায় আসবে , বিশেষ করে টাকার অবমূল্যায়নজনিত কারণে না ডলারে? এর সঙ্গে দ্বিতীয় প্রশ্নটি হলো গোটা দুশপটিটি বিশ্লেষণ করে বিনিয়োগ ভাবনায় আপনার কী চিন্তা?

মোস্তাফিজুর রহমান : রেমিটেন্স এক রপ্তানির কথা যখন বলি , তখন বৈদেশিক মুদ্রায় যে প্রাক্কলন হয় সেটিই বলি | সেটি ডলারেই হবে | এটি ঠিক যে , গত এক বছরে শতকরা ১৬ ভাগের মতো টাকার অবমূল্যায়ন হয়েছে | ৭১ দশমিক ১৫ পয়সা ছিল জানুয়ারি ২০১১-তে | ২০১২-এর জানুয়ারিতে তা ৮২ টাকার উপরে চলে গেছে | এই যে ১৬ শতাংশের মতো অবমূল্যায়ন হচ্ছে, এটি একটা প্রণোদনা দিচ্ছে আমাদের রপ্তানি খাত এক রেমিটেন্স | মূল বিষয়টি হলো আমাদের রপ্তানি খাতটি মূলত উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপারির্নর; কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এশিয়ার কিছু কিছু দেশ আমাদের রপ্তানি বাড়ছে | তুরস্ক, ভারত, জাপান এসব দেশ রপ্তানি বাড়ছে | সেখানে বিশ্ব অর্থনীতির মন্দার প্রভাব তেমন একটা পড়ছে না | ভারতে আমরা শূন্য শুল্ক সুবিধা পেয়েছি | সে কারণে ২০০৩-এ যেখানে ১শ' মিলিয়ন ডলারের কম ছিল রপ্তানি , সেখানে গত অর্থবছরে ৫১২ মিলিয়ন ডলারের রপ্তানি হয়েছে | এ বছর সাড়ে ৬শ' থেকে ৭শ' মিলিয়ন ডলারের কাছাকাছি যাবে বলে আশা করছি | তুরস্ক আর জাপানেও আমাদের রপ্তানি ভালো | ইউরোপীয় ইউনিয়নে রুলস অফ অরিজিন যেটি শিথিল করা হয়েছে , এক স্তরবিশিষ্ট আমরা তারও সুযোগ নিয়েছি | ভারত যে শূন্য শুল্ক সুবিধা দিয়েছে তারও পুরোপুরি সুযোগ এ বছর আমরা নিতে পারব বলে আশা করি |

সব মিলিয়ে ডলার প্রাপ্তির যে প্রাক্কলন আমাদের রয়েছে, তা পুরোপুরি অর্নন করা যাবে | ডলার সংকট হতো থাকবে না | বাজারের দিক থেকে সুবিধা এক বিনিময় হারের সুবিধা দুটিই আমরা পাব আশা করি | রেমিটেন্সের ক্ষেত্রেও আশাবাদী |

অনেকই ভেবেছিলেন মন্দার কারণে জেলের দাম বেড়ে যাবে | জেলের দাম ঠিকই আছে | তাই মধ্যপ্রাচ্যে যেখান থেকে দুই -তৃতীয়াংশ রেমিটেন্স আসে সেখানে শ্রমিক আবার যাচ্ছে | আমাদের শ্রম চাহিদা সেখানে আবার চাঙ্গা হচ্ছে | গত বছর সাড়ে ৫ লাখের মতো লোক গেছে সেখানে | এর আগের বছরের চেয়ে এটি বেশি | সুতরাং শ্রম রপ্তানির একটা গুণগত প্রভাব আশা করতে পারি | তবে মন্দা গভীরতর হলে উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপে যেখানে এক -তৃতীয়াংশ রয়েছে, সেখানে শ্রম রপ্তানি ত্রাস পেতে পারে | সব মিলিয়ে ডলারের হিসাবে শতকরা ৯ ভাগ প্রবৃদ্ধি অর্ননের অর্থাৎ ১২ বিলিয়ন ডলার আয়ের যে প্রাক্কলন আমাদের রয়েছে, তার কাছাকাছি আমরা যেতে পারব |

কিন্তু সমস্যা যেটি নিয়ে তা হলো বিনিয়োগ | বিনিয়োগের একটি দিক হলো রপ্তানিমুখী শিল্প | রপ্তানি যদি বাড়ে তবে শিল্পে কর্মসংস্থান বাড়বে | কিন্তু সার্বিক যে বিনিয়োগ অর্থাৎ আমাদের অভ্যন্তরীণ চাহিদামুখী যে বিনিয়োগ এক এমনকি রপ্তানিমুখী বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে বেশ কয়েকটি অসুবিধা | একটি হলো মূল্যস্ফীতির কারণে ব্যবসার ব্যয়ভার বাড়ছে | শিল্পে বিনিয়োগিত হয় এমন সামগ্রীর আমদানি ব্যয় বাড়ছে | ব্যাংকিং খাত থেকে সরকারের ঋণের কারণে বেসরকারি বিনিয়োগ সংকুচিত হচ্ছে | সুদের হার বাড়তে হচ্ছে | সিলিং ও তুলে নেয়া হয়েছে এক যেহেতু সম্বন্ধে উৎসাহিত করার জন্য প্রকৃত সুদের হার বাড়তে হবে , সেখানে মূল্যস্ফীতি যদি ১০ শতাংশের উপরে হয় সেখানে ১২ থেকে ১৪ শতাংশ পর্যন্ত আমানতের সুদের হার নির্ধারিত না হলে চলগপ সম্বন্ধে উৎসাহিত হবে না | সেটি হলে ব্যাংকগুলোকে ১৮ থেকে ১৯ শতাংশ সুদের হারে ঋণ দিতে হবে | সুতরাং এখানে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে একটি নেতিবাচক প্রভাব আমরা লক্ষ্য করি | মুদ্রা ও মাঝারি শিল্পের ক্ষেত্রে এটি প্রয়োজ হতে পারে | তবে এরা ব্যাংক ঋণের ওপর খুব একটা নির্ভরশীল নয় | কারণ এরা অধিকাংশই এসএমই ফাউন্ডেশনসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে ত্রাসকৃত সুদের হারে ঋণ পেয়ে থাকে | সুতরাং এখানে বিনিয়োগ সংকট খুব একটা দেখা দেবে না | রপ্তানি ও কৃষিতেও ত্রাসকৃত সুদের হার রয়েছে |

তারপরও সামগ্রিকভাবে মূল্যস্ফীতি ও সুদের হার ইত্যাদি বিনিয়োগকে নিরুৎসাহিত করবে | বিনিয়োগের জন্য প্রধানত যেটি দরকার, তাহলে বিদ্যুৎ | বর্তমান সরকার প্রায় ২৯শ' মেগাওয়াটের মতো বিদ্যুৎ এনেছে বা ২ হাজারের উপরে নিট মেগাওয়াট যোগ হয়েছে | এর ফলে বিনিয়োগকারীরা ইতিবাচক ফল পাবেন | যারা আগে ডিজেল ব্যবহার করতেন, বিদ্যুৎ অনিয়মিত ছিল, শেপিংপত্র নষ্ট হয়ে যেত , খরচ বেশি পড়ত তা থেকে তারা এখন কিছু কিছুটা সশ্রমী অবস্থায় আছেন | সেদিক থেকে বিনিয়োগে একটি ইতিবাচক প্রভাবও যে আছে, সেটি মনে নিতে হবে | সবটা মিলিয়ে আমার মনে হয় যে, বিনিয়োগের প্রবৃদ্ধির হার যেটি ধরা হয়েছিল শতকরা ২৪ ভাগ, সেখানে সরকার ৫ ভাগ এক বেসরকারি খাত ১৯ ভাগ, সেটির কাছাকাছি হতো আমরা যাব | কিন্তু বিনিয়োগের উৎসর্গতা বৃদ্ধি দক্ষ জনশক্তি , উৎপাদনশীলতা যেগুলো আমাদের প্রতিযোগিতা সক্ষমতার জন্য খুব দরকার | আন্তর্জাতিক বাজারে বিদেশিদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার জন্য , দেশের বাজারে আমাদের শিল্প মালিকরা যাতে অন্য দেশের পণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারে সেদিক নজর দেয়ার সময় আমাদের কিছু আসছে | যদিও দক্ষতা, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ব্যাপার একটি মধ্যমেয়াদি বিষয় | এফডিআইর দিক থেকে দেখা যাচ্ছে যে, এখানে যদিও কিছুটা প্রবৃদ্ধি আমাদের আছে | কিন্তু ঋণ, পরিসেবা ইত্যাদির কারণেও দেখা যায় আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার একটি বড় অংশ চলে যাচ্ছে | এটি খোঁজা রাখতে হবে | এফডিআইর দিক থেকে বলতে পারি যে, সাধারণত একটি সম্ভাব ভালো এফডিআইর গন্তব্য হিসেবে বাংলাদেশকে বিবেচনা করা হয় | আমরা জানি, ব্রিকস রিপোর্টে ১১টি দেশের কথা বলা হয়েছে, সেখানেও বাংলাদেশ রয়েছে |

প্রতিযোগিতার যে সক্ষমতা আমাদের আছে , আমাদের যে প্রতিযোগিতায় সক্ষম মূল্যে শ্রম নিয়োজনের সুযোগ আছে , আমাদের প্রণোদনা কার্যমো ভালো , এখন যদি অবকাঠামোটা ঠিক করতে পারতাম, তাহলে বাংলাদেশ কিছু একটি বড় এফডিআই গন্তব্যের দেশ পরিণত হতে পারত | সব সুযোগই কিন্তু আমাদের আছে | আমরা যদি দেখি, এখানে ভিয়েতনাম যেখানে ৭-৮ বছর আগেও ১ বিলিয়ন ডলারে ছিল, এখন ১৫ বিলিয়ন ডলারে চলে গেছে | আমরা এখনো ১ বিলিয়ন ডলারের মধ্যে ঘোরপাক থাকছি | অবকাঠামো উন্নয়নে যদি জোর দিতে পারি , তাহলে ২০১২ সালে এফডিআইর প্রকণতা যেটি আছে , তা থেকে আরও দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে | কিন্তু এই অর্থবছরে মূল্যস্ফীতি টাকার অবমূল্যায়ন _ এগুলো যদি কিছুটা স্বস্তি পর্যায়ে রাখতে পারি, তার ওপর নির্ভর করবে বিদেশি বিনিয়োগ কতটা আসবে |

সংবাদ : একদিকে মুক্তবাজার অর্থনীতির আদর্শিক অবস্থান , অন্যদিকে আমাদের বাস্তবতা _ এ বিবেচনায় ডলার ক্লটিয়ে যাওয়া ও সুদের হারে আপনার সিলিং তুলে দেয়া কতটা সুতিক্রম হয়েছে বলে মনে করেন ? একই সঙ্গে এফডিআই ও বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া এক অনুদান ছাড় করানোর প্রশ্নে আমাদের অর্থনৈতিক কূটনীতির সক্ষমতা কীভাবে মূল্যায়ন করছেন?

মোস্তাফিজুর রহমান : সুদের হারের সিলিং তুলে যদি না দিত, তাহলেও বাজারের নিজস্ব নিয়মে এটি কিছু সবাই ভাঙা শুরুর করছিলেন | আমাদের মূল্যস্ফীতির সঙ্গে তুলনা করলে প্রকৃত সুদের হার যেখানে ১৩-১৪ শতাংশ রাখতে হবে, সেখানে ১৩ শতাংশ হারে ঋণ দেয়া কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না | আপনার প্রশ্নের দুটি দিক রয়েছে | স্বল্পমেয়াদে কথা যদি বলি তবে বলব, অন্য দেশের তুলনায় স্প্রেড আমাদের অনেক বেশি | সেখানে দক্ষতা বৃদ্ধি, বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রভিনশিয়াল ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদি করে এই স্প্রেড যদি কমাতে পারি , তাহলে ঋণযোগ্য তহবিলের ওপর সুদের হার কমানো সম্ভব | এ জায়গাটাতে বাংলাদেশ ব্যাংকের নজরদারির প্রয়োজন আছে | আমরা ব্যাংকগুলোর কার্টনে গড়ে তোলার খবর প্রায়ই শুনি | বাংলাদেশ ব্যাংকের এ দিকটাও দেখার দরকার আছে | স্প্রেডটা যাতে কমানো যায় সেটি দেখতে হবে | এটি হলো একটা দিক | দ্বিতীয়ত, সরকার বিভিন্ন জায়গায় যেসব প্রণোদনা দেয় এক বিশেষ বিশেষ খাতে বিশেষ বিশেষ প্রতিষ্ঠানের স্বল্প সুদে ঋণদানের যেসব কর্মসূচি রয়েছে তার জন্য একটি ভালো অবহাওয়া তৈরি করা | যেমন এসএমই ফাউন্ডেশন, পিকেএসএফ বা মুদ্রা ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো | এরা যাতে স্বল্প সুদে কৃষি, মুদ্রা ও মাঝারি শিল্পে ঋণদানে স্বচ্ছন্দে এগিয়ে আসে সেটি দেখতে হবে | কারণ ব্যাংকগুলো অন্যান্য খাতে যেখানে ঋণ দিলে ১৭-১৮ শতাংশ সুদ পাবে, সেখানে তারা ৭ শতাংশ হারে কৃষিঋণ দিতে যাবে কেন? সুতরাং সরকারকে এ দিকটি দেখতে হবে | এখানে সরকারের দায়িত্বও বেড়ে গেছে | বিশেষ করে মুদ্রা ঋণ এখন ব্যাপকভাবেই কৃষি ও কৃষিবহির্ভূত খাতে ঋণ দিচ্ছে | সুতরাং এ জায়গাগুলোতে একটা আশ্বাস পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে | তবে এসবই হলো স্বল্পমেয়াদি | আর মধ্যমেয়াদি হলো সুদের হার কমাতে হলে আমাদের অবশ্যই

